নৌবিমা
Marine Insurance

ইউনিট ১২

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকেই নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে আসছিল। বর্তমান কালেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধিকাংশই নৌ পথের মাধ্যমে হয়ে থাকে। নৌপথে জাহাজ চলাচলের সময় নানা ধরনের বিপদ ঘটতে পারে। যে সমস্ত কারণে নৌপথে বিপদ ঘটে তন্মধ্যে অন্যতম হলো ঘূর্ণাবর্ত, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ও জলদস্যুর আক্রমণ। এ ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা চিন্তাভাবনার ফল হলো বর্তমানের নৌবিমা। এ ইউনিটে নৌবিমার ধারণা, এর শ্রেণিবিভাগ, শর্তাবলি এবং সামুদ্রিক ক্ষতি সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাহলে আসুন, আমরা ইউনিটটি শেষ করি এবং এ বিষয়গুলো জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১২.১ : নৌবিমার ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ
পাঠ-১২.২ : অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলি
পাঠ-১২.৩ : নৌ বিপদ
পাঠ-১২.৪ : সামুদ্রিক ক্ষতি

মুখ্য শব্দমালা	নৌবিমা. নৌবিমার শর্তাবলি, নৌ-বিপদ, সামগ্রিক ক্ষতি ও আংশিক ক্ষতি

পাঠ-১২.১ নৌবিমার ধারণা, শ্রেণিবিভাগ ও বিমাপত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নৌবিমার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- নৌবিমার শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- নৌবিমায় ব্যবহৃত কতিপয় বিমাপত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

নৌবিমার ধারণা

নৌবিমা এক ধরনের সম্পত্তি বিমা। অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য কোন সম্পত্তির ক্ষতির জন্য যে বিমা করা হয়, তাকে সম্পত্তি বিমা বলে। বিমাবিষয়ক স্বনামধন্য লেখক অধ্যাপক এম.এন. মিশ্র বলেন, "নৌবিমা চুক্তি বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত এমন এক প্রকার চুক্তি যার মাধ্যমে সমুদ্রগামী জাহাজ এবং এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্বার্থের কোন ক্ষতির জন্য বিমাকারী চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।"

মূলত, সমুদ্র পথে চলাচলরত পণ্যবাহী জাহাজের ক্ষেত্রে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদজনিত ঝুঁকির বিপরীতে বিমাগ্রহীতা কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষতিপূরণের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়, তাকে নৌবিমা বলে। নৌবিমা মূলত: সামুদ্রিক বিপদজনিত ক্ষতির জন্য নির্ধারিত হলেও সমুদ্রপথে পরিবহনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য অভ্যন্তরীণ নৌপথ বা স্থলপথে পণ্য-দ্রব্য পরিবহন করলে তাও সেই নৌবিমার আওতাভুক্ত। সুতরাং নৌ পথে বিপদ হলেই যে নৌবিমার অন্তর্ভুক্ত হবে এমন নয়। পণ্য পৌঁছানো পর্যন্ত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলেও তা নৌবিমার অন্তর্ভুক্ত হবে।

নৌবিমার শ্রেণিবিভাগ

নৌবিমা প্রধানত চার প্রকার:

১. **জাহাজী বিমাঃ** বাণিজ্য জাহাজ এবং তার সাথে সম্পৃক্ত উপকরণের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতির যে বিমা গ্রহণ করা হয়, তাকে জাহাজী বিমা বলা হয়।

২. **পণ্য বিমাঃ** বাণিজ্যিক জাহাজে বহনকৃত পণ্যের ক্ষতির জন্য যে বিমা গ্রহণ করা হয়, তাকে পণ্য বিমা বলে। ধরুন, জাপান থেকে জাহাজে করে গাড়ি আনা হচ্ছে। গাড়ির জন্য বিমা করা হলে সেটি পণ্য বিমা বলে বিবেচিত হবে।

৩. **মাসুল বিমাঃ** ঝড়ের কবল থেকে জাহাজ রক্ষার্থে পণ্য সমুদ্রে ফেলে দিলে তার মাসুল পাওয়া যায় না। এ মাসুল ক্ষতির জন্য যে বিমাগ্রহণ করা হয়, তাকে মাসুল বিমা বলে। এটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুবই প্রচলিত একটি নৌবিমা।

৪. **দায় বিমাঃ** সমুদ্রে অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু নিয়মকানুন অমান্য করার ফলে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। এ ধরনের ক্ষতির জন্য যে বিমা করা হয়, তাকে দায় বিমা বলে। এছাড়া দুটি জাহাজে সংঘর্ষ, ডুবে যাওয়া ইত্যাদি সংঘটিত হতে পারে। এ ধরনের ক্ষতির জন্য দায় বিমা করা যায়।

জানা হলো নৌবিমার শ্রেণিবিভাগ। এবার আসুন, আমরা নৌবিমাপত্র সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

নৌবিমা পত্র

১৭৭১ সাল থেকে লন্ডনের কর্পোরেশন অব লয়েডস নামক বিমা সংঘ নানা ধরনের নৌবিমা প্রবর্তন করে। নিচে এগুলোর বিবরণ দেওয়া হলো :

১. সমুদ্রে যাত্রা ঃ এ ধরনের বিমাপত্রে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে অথবা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নির্দিষ্ট পথের উল্লেখ থাকে। উল্লিখিত চলাচল পথে জাহাজ বা পণ্যের ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি সে ক্ষতি বহন করতে বাধ্য থাকে।

নির্ধারিত নৌ পথের বাইরে কোন ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি তা পূরণ করবে না। বিমা চুক্তির মধ্যে যা নির্দিষ্ট করা থাকবে, তার বাইরে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান নেই।

২. সময় বিমাপত্র ঃ এ ধরনের নৌবিমাপত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রহণ করা হয়। এ সময়ের মধ্যে বিমাকৃত বিষয়ের ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। কিন্তু চুক্তিতে উল্লিখিত সময়ের পর কোন ক্ষতি হলে তা পূরণ করা হবে না।

৩. মিশ্র বিমাপত্র ঃ এ নৌবিমা পত্রে সমুদ্রপথের নাম ও সুনির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ থাকে। এটিতে সমুদ্রপথ ও সময় উল্লেখ করায় উভয়ের সংমিশ্রণ থাকে বলে তা মিশ্র নৌ বিমাপত্র নামে পরিচিত। বাস্তবে এ ধরনের মিশ্র বিমাপত্রের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি।

৪. মূল্যায়িত বিমাপত্র ঃ এ ধরনের বিমাপত্রে আগেই বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পূর্ব-নির্ধারিত মূল্যকে বিমাকৃত মূল্য বলা হয়। পরে ক্ষতি হলে বিমাকৃত মূল্যের সমপরিমাণ ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া হয়।

৫. অমূল্যায়িত বিমাপত্র ঃ এ ধরনের নৌ বিমাপত্রে বিমাকৃত মূল্য পূর্ব থেকে নির্ধারণ করা হয় না। সমীকরণটি হলো, বিমাকৃত মূল্য = পণ্য দ্রব্যাদির মূল্য + ভাড়া + জাহাজ মাসুল + বিমা খরচ। তবে পূর্ব-নির্ধারিত মুনাফা এতে যোগ করা থাকে না। এ ধরনের বিমাপত্র এখন আর চলে না।

৬. ভাসমান বিমাপত্র ঃ বড় ধরনের জাহাজ কোম্পানির অনেক জাহাজ থাকে এবং সেগুলো সর্বদাই বিভিন্ন গতিপথে পণ্য-দ্রব্য নিয়ে চলাচল করে। এরূপ জাহাজ কোম্পানি একবারে বড় অংকের বিমাপত্র ক্রয় করে এবং পরে ঝুঁকি বুঝে টাকার অংক নির্দিষ্ট করে। এতে প্রত্যেক জাহাজের জন্য আলাদা আলাদা করে বিমাপত্র গ্রহণ করতে হয়। ছোট জাহাজ কোম্পানির জন্য এটি উপযোগী নয়।

৭. স্বার্থ বিমাপত্র ঃ বিষয়বস্তুতে বিমাগ্রহীতার স্বার্থ জড়িত থাকলে তাকে স্বার্থ বিমাপত্র বলা হয়। নৌবিমার শর্তানুযায়ী বিষয়বস্তুতে বিমাযোগ্য স্বার্থ অবশ্যই থাকতে হবে।

৮. যৌগিক ঝুঁকির বিমাপত্র ঃ একাধিক নৌবিমা কোম্পানী একত্রে খুব বড় অংকের ঝুঁকির ক্ষেত্রে মিলিতভাবে এ ধরনের বিমাপত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

৯. যুগ্ম বিমাপত্র ঃ বিষয়বস্তুর উপর একাধিক বিমা কোম্পানির সাথে ভিন্ন ভিন্ন প্রিমিয়াম প্রদান করে যে বিমাপত্র গ্রহণ করা হয়, তাকে যুগ্ম বিমাপত্র বলে। ক্ষতি হলে আনুপাতিক হারে টাকা পেয়ে থাকে। পুরো টাকা আলাদা আলাদা ভাবে আদায় করতে পারে না।

১০. মুদ্রা বিমাপত্রঃ বৈদেশিক মুদ্রা উঠানামা করার কারণে আমদানি-রফতানি করতে গিয়ে ক্ষতি হতে পারে। যে বিমাপত্রের মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হয় তাকে মুদ্রা বিমাপত্র বলে। যেমন- ২৫,০০,০০০০ টাকার বিমার জন্য সম পরিমাণ ডলার প্রদান করা।

১১. ছাউনি বিমাপত্রঃ এ ধরনের বিমাপত্র কোন নির্দিষ্ট সময় ও এলাকার মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য করা হয়। এ বিমার প্রিমিয়াম একত্রে বিমা করার সময় প্রদান করে থাকে। যদি বিমাকৃত মূল্য পণ্যের মূল্য থেকে বেশি হয়, তাহলে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

১২. বন্দর ঝুঁকি বিমাপত্র ঃ এ বিমাপত্রের দ্বারা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবস্থানকালে জাহাজ কিংবা পণ্যের কোনরূপ ক্ষতি হলে সে দায় বিমাকারী গ্রহণ করে থাকে। তবে এ ধরনের বিমাপত্র দ্বারা সমুদ্রপথে চলাচলের সময় কোন ক্ষতি হলে তার দায়িত্ব বিমাকারী গ্রহণ করে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন ধরনের বিমাপত্রের বিবরণ খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

নৌবিমা চুক্তি বিমাকারী ও বিমাগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত এমন এক প্রকার চুক্তি যেখানে সমুদ্রগামী জাহাজ এবং এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্বার্থের কোন ক্ষতির জন্য বিমাকারী চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সমুদ্র পথে চলাচলরত টাকায় পরিমাপযোগ্য সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদজনিত ঝুঁকির বিপরীতে বিমা গ্রহীতা কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তাকে নৌবিমা বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. নৌবিমা কি ধরনের চুক্তি?
   ক. ক্ষতিপূরণের
   খ. নিশ্চয়তা
   গ. দায় বর্জনের
   ঘ. ঘটনাসাপেক্ষে চুক্তি

২. নৌবিমা চুক্তির কয়টি পক্ষ থাকে?
   ক. দুটি
   খ. একটি
   গ. তিনটি
   ঘ. চারটি

৩. নৌবিমা চুক্তির জন্য নিচের কোন্‌টি নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক?
   ক. বিমাকৃত বিষয়বস্তু
   খ. বিমাকারী
   গ. বিমা কোম্পানি
   ঘ. বিমা গ্রহীতা

৪. নিচের কোন্‌টি নৌবিমা চুক্তির আইনগত উপাদান?
   ক. দুটি পক্ষ ও নির্দিষ্টতা
   খ. বৈধ উদ্দেশ্য ও বিমাযোগ্য স্বার্থ
   গ. লিখিত ও বিমাযোগ্য অর্থ
   ঘ. উভয় পক্ষের যোগ্যতা ও বিমাযোগ্য স্বার্থ

৫. কোন্ বিমাপত্রে সুনির্দিষ্ট যাত্রার কথা ও সময়ের উল্লেখ থাকে?
   ক. সময় বিমাপত্র
   খ. মিশ্র বিমাপত্র
   গ. ভাসমান বিমাপত্র
   ঘ. মূল্যায়ন বিমাপত্র

৬. নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে একই মালিকের একাধিক জাহাজের জন্য একটি বিমাচুক্তি করা হয় তবে তাকে বলা হয়–
   ক. ভাসমান বিমাপত্র
   খ. অমূল্যায়িত বিমাপত্র
   গ. মূল্যায়িত বিমাপত্র
   ঘ. মিশ্র বিমাপত্র

৭. বিষয়বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করতে যে নৌবিমা চুক্তি করা হয় তাকে বলা হয়-
   ক. মিশ্র বিমাপত্র
   খ. নাম সম্পন্ন বিমাপত্র
   গ. মূল্যায়িত বিমাপত্র
   ঘ. উন্মুক্ত বিমাপত্র

৮. এক বছরের একাধিক সমুদ্রযাত্রার জন্য একটি বিমাচুক্তি করা হলে তাকে বলা হয়-
   ক. সময় বিমাপত্র
   খ. ভাসমান বিমাপত্র
   গ. উন্মুক্ত বিমাপত্র
   ঘ. মিশ্র বিমাপত্র

৯. মূল্যায়িত বিমাপত্রের ক্ষেত্রে?
   i. আংশিক ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়
   ii. চুক্তি সম্পাদনে বিমার মূল্য নিরূপণ করা হয়
   iii. বিমাকৃত মূল্যই ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।
   নিচের কোন্‌টি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১২.২ নৌবিমার অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নৌবিমার অত্যাবশ্যকীয় শর্তসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

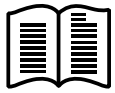

নৌবিমার অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলি (Essential Conditions of Marine Insurance)

যে কোন চুক্তি কতকগুলো শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। নৌবিমা তার ব্যতিক্রম নয়। তবে নৌবিমায় কিছু শর্ত আছে যেগুলো ব্যক্ত শর্ত (expressed conditions), আর কিছু শর্ত আছে যেগুলো অব্যক্ত শর্ত (implied conditions)।

নৌবিমার ব্যক্ত শর্তাবলিঃ নৌবিমার ব্যক্ত শর্তগুলো বর্ণনা করা হলোঃ

১. **যাত্রার নিরাপদ সময়ঃ** বিমাকৃত জাহাজটি সমুদ্রে চলাচল করার জন্য নিরাপদ সময় কখন তা চুক্তিতে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

২. **যাত্রার সুনির্দিষ্ট তারিখঃ** বিমাচুক্তিতে বিমাকৃত জাহাজটি পণ্য নিয়ে কোন্ তারিখে কোন্ স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে, তার উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. **রক্ষীদের সাথে রাখাঃ** বিমাকৃত জাহাজটি চলার পথে কোন শত্রুর আক্রমণের শিকার হলে তা প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় রক্ষী দল রাখার শর্ত চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে। যুদ্ধপ্রবণ এলাকা হলে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যে বিষয়ও চুক্তিতে লিখিত থাকতে হবে।

৪. **বিমাকৃত সম্পদের নিরপেক্ষতা ঘোষণাঃ** যুদ্ধ চলাকালে যাত্রা শুরু করলে জাহাজে যে পণ্য পরিবাহিত হচ্ছে, তা নিরপেক্ষ কিনা সে সম্পর্কে বিমাকারী কর্তৃক প্রদত্ত একটি ঘোষণা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে। এর অর্থ হলো, এমন অঙ্গীকার করতে হবে যে জাহাজে কোন গোলাবারুদ নেই। শুধু ভোগ্যপণ্য রয়েছে এমন ঘোষণা দিতে হবে।

নৌবিমার অব্যক্ত শর্তাবলিঃ নৌবিমা চুক্তিতে এমন কিছু শর্ত আছে যা অবশ্যই পালন করতে হয় কিন্তু বিমাপত্রে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। সে ধরনের শর্তকে অব্যক্ত শর্ত বলা হয়। এগুলো নিচে বিবরণ দেওয়া হলো :

১. **জাহাজের সমুদ্রে চলাচল যোগ্যতাঃ** সমুদ্রে জাহাজ যাত্রা করাকে ইংরেজিতে Voyage বলে। Voyage শব্দটি বহুল প্রচলিত। কোন জাহাজ ভয়েজে যাওয়ার পূর্বে সেটির চলাচল যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। জাহাজের যোগ্যতা নির্ভর করে জাহাজের কাপ্তান, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারি, যন্ত্রপাতি, জাহাজের গঠন, জ্বালানি, দলিলপত্র, সরঞ্জাম ইত্যাদির উপর। এক কথায়, জাহাজটির পণ্য নিয়ে Voyage-এ যাওয়ার যোগ্যতা বা ক্ষমতা থাকতে হবে। কারণ কিছু জাহাজ যেগুলো সব পথে চলার উপযুক্ত নয়।

২. **যাত্রার বৈধতাঃ** উপরে আলোচনা করা হয়েছে জাহাজের যোগ্যতা। এবার যাত্রার বৈধতা নিয়ে আলোচনা। এটির দ্বারা বিমাকৃত জাহাজের পথের বৈধতা বুঝায়। এর ব্যতিক্রম হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন, শত্রু দেশে যাত্রা বৈধ হবে না। এ ক্ষেত্রে বিমার অর্থ পাওয়া যাবে না।

৩. **যাত্রা পরিবর্তন না করাঃ** বৈধ কারণ ছাড়া জাহাজ পৌঁছানোর জন্য নির্ধারিত বন্দর পাল্টানো যাবে না।

৪. **যাত্রার শুরুতে বিলম্ব না করাঃ** ইচ্ছাকৃতভাবে যাত্রা শুরু করতে দেরি করা যাবে না। দেরির কারণে ক্ষতি হলে বিমা কোম্পানি বিমাকারীকে ক্ষতিপূরণ দিবে না।

৫. **কোন বিচ্যুতি না করাঃ** চলাচলের পথে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিচ্যুতি করা যাবে না। তবে জরুরী প্রয়োজনে বিচ্যুতি ঘটালে তার জন্য বিমাকারীর দায়মুক্তি হবে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	নৌবিমার অব্যক্ত শর্তাবলী খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

যে কোন চুক্তি কতকগুলো শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। নৌবিমা এর ব্যতিক্রম নয়। তবে কিছু শর্ত আছে ব্যক্ত ও কিছু আছে অব্যক্ত। নৌবিমা চুক্তিতে এমন কিছু শর্ত আছে যা অবশ্যই পালন করতে হয়; বিমাপত্রে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। সমুদ্রে জাহাজ যাত্রা করাকে ইংরেজিতে Voyage বলে। বৈধ কারণ ছাড়া জাহাজ পৌঁছানোর জন্য নির্ধারিত বন্দর পাল্টানো যাবে না কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে যাত্রা শুরু করতে দেরি করা যাবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. নৌবিমার চুক্তিতে যে শর্ত উল্লেখ থাকে তাকে কী বলে?
   ক. অব্যক্ত শর্ত খ. ব্যক্ত শর্ত
   গ. অপ্রকাশিত শর্ত ঘ. গোপনীয় শর্ত

২. নৌবিমা চুক্তিতে উল্লেখ নেই কিন্তু বৈধভাবে পালনীয় এরূপ শর্তকে কী বলে?
   ক. ব্যক্ত শর্ত খ. অব্যক্ত শর্ত
   গ. প্রকাশিত শর্ত ঘ. গোপনীয় শর্ত

৩. নিচের কোন্‌টি নৌবিমার ব্যক্ত শর্ত?
   ক. সমুদ্রযাত্রার তারিখ খ. যাত্রাপথ পরিবর্তন না করা
   গ. নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা ঘ. যাত্রার বৈধতা

৪. নিচের কোন্‌টি নৌবিমার অব্যক্ত শর্ত?
   ক. বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা খ. জাহাজের চলাচলযোগ্যতা
   গ. যাত্রার তারিখ ঘ. গন্তব্যে পৌঁছার তারিখ

৫. নৌ পথে নির্দিষ্ট যাত্রা পথের উল্লেখ করে যে বিমা করা সেটি কোন্ ধরনের বিমাপত্র বলে?
   ক. যাত্রা বিমাপত্র খ. সময় বিমাপত্র
   গ. মিশ্র বিমাপত্র ঘ. ছাউনি বিমাপত্র

৬. যে নৌবিমা বিমাপত্র নির্দিষ্ট সময় ও যাত্রাপথ উল্লেখ থাকে তাকে কি ধরনের বিমাপত্র বলে?
   ক. যাত্রা বিমাপত্র খ. মিশ্র বিমাপত্র
   গ. সময় বিমাপত্র ঘ. মূল্যায়িত বিমাপত্র

৭. "বিমাকৃত সম্পদের বৈধতা" নৌবিমায় কোন্ ধরনের শর্ত?
   ক. ব্যক্ত খ. অব্যক্ত
   গ. গোপনীয় ঘ. অত্যাবশকীয়

৮. কোন্‌টি নৌবিমা চুক্তির অব্যক্ত শর্ত?
   ক. সমুদ্র যাত্রার তারিখ খ. যাত্রার বৈধতা
   গ. বিমাকৃত সম্পদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা ঘ. রক্ষীবহর সাথে থাকা

৯. কোন্‌টি নৌবিমার অব্যক্ত শর্ত?
   ক. যাত্রার সময় খ. জাহাজের অবস্থা
   গ. নাবিকের সংখ্যা ঘ. চলাচলের যোগ্যতা

১০. নৌবিমার ব্যক্ত শর্তাবলি হল-
   i. সমুদ্র যাত্রার বৈধতা ii. যাত্রার সময় iii. নিরাপদ কাল
   নিচের কোন্‌টি সঠিক?
   ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
   গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১২.৩ নৌ বিপদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নৌ বিপদসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

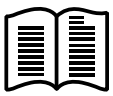

সামুদ্রিক বিপদ বা নৌ বিপদ বিপদসমূহ (Marine Perils)

সামুদ্রিক পথে চলাচলের সময় জাহাজ নানা বিপদের মধ্যে পড়ে। এগুলোকে নৌ বিপদ বলে। এবার আসুন, এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি। বিমা বিষয়ক লেখক এম. এন. মিশ্র-এর মতে, "সামুদ্রিক বিপদসমূহ হলো সমুদ্রে চলাচলের সময় উদ্ভূত বিপদসমূহ, যেমন আগুন, যুদ্ধ, জলদস্যুতা, ডাকাতি, চুরি, গ্রেফতার, আটক, বিলম্ব, পণ্য-নিক্ষেপণসহ অন্যান্য বিপদসমূহ, এরূপ যে কোন বিপদ অথবা বিমাপত্রে বর্ণিত যে কোন বিপদ।"

এক কথায়, সমুদ্র বিপদ বলতে বাণিজ্যিক জাহাজ সমুদ্রে চলাচলকালে জাহাজ এবং পণ্য সংক্রান্ত সকল বিপদকে বুঝায়। নৌ বিপদসমূহকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বিপদ। নিচে উভয় প্রকার বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১. প্রাকৃতিক বিপদঃ সমুদ্র পথে নৌযান যাতায়াতের সময় নৈসর্গিক কারণে যে বিপর্যয় সংঘটিত হয়, তাকে প্রাকৃতিক বিপদ বলে। যেমন সামুদ্রিক ঝড়, সমুদ্রগর্ভে সৃষ্ট পাহাড় ও ভাসমান বর খন্ডে ধাক্কা লাগা, জলোচ্ছ্বাস, তুষারপাত, সুনামি ইত্যাদি। এগুলোর উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই। এগুলো থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। এগুলো মূলত: unsystematic অর্থাৎ এগুলো সম্পর্কে প্রাক্কলন বা পূর্বাভাস দেওয়া যায় না।

২. অপ্রাকৃতিক বিপদসমূহ ঃ প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া মনুষ্যসৃষ্ট বিপদসমূহকে অপ্রাকৃতিক বা অনৈসর্গিক বিপদ বলা হয়। এ সকল বিপদ মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট। নিচে অপ্রাকৃতিক বিপদের বিবরণ দেওয়া হলো:

ক) জলদস্যু ঃ নৌযান সমুদ্রপথে চলাচলের সময় জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কয়েক বছর আগে সোমালিয়ার জলদস্যুরা বাংলাদেশের একটি জাহাজ ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছিল।

খ) শত্রুঃ শত্রু পক্ষের দ্বারা জাহাজ, পণ্য ও নাবিকদের ক্ষতি সাধন হতে পারে বিধায় এটাও সামুদ্রিক বিপদভুক্ত।

গ) যুদ্ধ জাহাজ ঃ ভৌগোলিক সীমা রক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার নিজস্ব সমুদ্রসীমার মধ্যে জলপথে নৌ বাহিনী মোতায়েন করে থাকে। অনেক সময় ভুলক্রমে যুদ্ধ জাহাজ পণ্যবাহী জাহাজকে আক্রমণ করে। এতে জাহাজের ক্ষতি হয়। তাই এটিও সামুদ্রিক বিপদের আওতাভুক্ত।

ঘ) শত্রু দেশের সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা বা আটক ও বিলম্বকরণঃ শত্রু দেশের যে কেউ জাহাজ আটক করে গ্রেফতার ও বিলম্ব ঘটাতে পারে বা মালামালের ক্ষতি সাধন করতে পারে। তাই এ ধরনের আটক, বিলম্বিত হওয়া ও পণ্যের ক্ষতিসাধন সমুদ্র বিপদ হিসেবে গণ্য হবে।

ঙ) নৌ-কর্মীর প্রতারণা ঃ অনেক সময় নৌ কর্মচারিদের দ্বারা চুরি, জাহাজে আগুন জ্বালান ও পণ্যের ক্ষতি করা এ বিপদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

চ) রাজনৈতিক আন্দোলন ঃ পণ্য গুদাম থেকে জাহাজে তুলে গন্তব্য-বন্দরের গুদামে পৌঁছানো পর্যন্ত সময়ে বা স্থানে হরতাল, দাঙ্গা বা বেসামরিক আন্দোলনের কারণে পণ্যের যে ক্ষতি বা জাহাজের যে ক্ষতি হয়, তাকে সামুদ্রিক বিপদ হিসেব গণ্য করা হবে।

জ) পণ্য নিক্ষেপঃ ঝড়, জলেচ্ছাস বা অন্য কোন কারণে জাহাজ রক্ষার্থে অনেক সময় বাধ্য হয়ে সমুদ্রে কিছু পণ্য ফেলে দিতে হয় যাতে করে বিপদমুক্ত হওয়া যায়; একে পণ্য নিক্ষেপ বলে। এটিও সমুদ্র বিপদের আওতাভুক্ত।

জ) অন্যান্য বিপদসমূহঃ অতিরিক্ত লবণাক্ত পানি, পোকায় কাটা, খাদ্যাভাবে পশুর মৃত্যুও সমুদ্র বিপদের অন্তর্গত। এছাড়াও তেল, তাপ ইত্যাদি কারণে সংঘটিত ক্ষতিকেও সমুদ্র বিপদ বলে ধরা হয়।

ক্ষতির নিকটতম কারণ নীতি

Doctorine of Proxima or Proximate Cause

নৌবিমার ক্ষতিপূরণের সময় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি কারণ দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্য দায়ী। এজন্য অনুসন্ধান করে দুর্ঘটনার জন্য নিকতম কারণ নিরূপণ করা হয়। বিমাকৃত কারণে বিপদ সংঘটিত হলে বিমাকারী দায়গ্রহণে বাধ্য; অন্যথায় নয়। এ কারণেই ক্ষতির নিকটতম কারণ মতবাদটির প্রবর্তন হয়েছে।

নিকটতম কারণ প্রসঙ্গে সামুদ্রিক ক্ষতি বিষয়ে বিমা আইনে বলা হয়েছে যে, বিমা কোম্পানি তখনই ক্ষতির জন্য দায়ী যখন সামুদ্রিক বিপদ হওয়ার মত সম্ভাব্য কারণে বিমাকৃত পণ্যের ক্ষতি হয়।

"According to marine Insurance Act, subject to the provisions of the act and unless the policy otherwise provides, the insurer is liable for any loss proximately caused by a peril insured against, but subject to as aforesaid, he is not liable for any loss which is not proximately caused by a peril insured against".

শিক্ষার্থীর কাজ	ক্ষতির নিকটতম কারণটি খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

সামুদ্রিক পথে চলাচলের সময় জাহাজ নানা বিপদের মধ্যে পড়ে। এগুলোকে নৌ বিপদ বলে। বাণিজ্যিক জাহাজ সমুদ্রে চলাচলকালে জাহাজ এবং পণ্য সংক্রান্ত সকল বিপদকে নৌ বিপদ বলা হয়। নৌ বিপদসমূহকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়ঃ প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বিপদ। নৌবিমার ক্ষতিপূরণের সময় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি কারণকে দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্য দায়ী করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. নৌপথে চলাচলের সময় জাহাজ যে সকল বিপদের সম্মুখীন হয় তাকে কি বলে?
   ক. নৌ-ঝড় খ. নৌ-বিপদ
   গ. নৌ-ক্ষতি ঘ. নৌ-ঝুঁকি

২. প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনাসমূহকে কী বিপদ বলে?
   ক. প্রাকৃতিক বিপদ খ. অপ্রাকৃতিক বিপদ
   গ. স্বাভাবিক বিপদ ঘ. অস্বাভাবিক বিপদ

৩. নিচের কোন্‌টি প্রাকৃতিক বিপদ?
   ক. সামুদ্রিক ঝড় খ. বহি: শুক্র
   গ. চোর ডাকাত ঘ. গ্রেপ্তার বা আটক

৪. কোন্‌টি প্রাকৃতিক বিপদ?
   ক. জলদস্যু খ. চোর ডাকাত
   গ. নিমজ্জিত পাহাড়ের সাথে ধাক্কা ঘ. পণ্য নিক্ষেপণ

৫. নিচের কোন্‌টি অপ্রাকৃতিক বিপদ?

ক. পণ্য নিক্ষেপন
খ. নিমজ্জিত পাহাড়ের সাথে ধাক্কা
গ. ঘূর্ণিঝড়
ঘ. বরফ খন্ডের সাথে ধাক্কা

৬. নৌপথে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক কারণে যে ক্ষতি হয় তাকে কি বলে?

ক. সামুদ্রিক ক্ষতি
খ. নৌ-ক্ষতি
গ. প্রাকৃতিক ক্ষতি
ঘ. দৈব ক্ষতি

৭. প্রাকৃতিক বিপদ হল-

i. সাইক্লোন
ii. বিস্ফোরণ
iii. তরঙ্গাঘাত

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১২.৪ সামুদ্রিক ক্ষতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সামুদ্রিক ক্ষতির বিবরণ দিতে পারবেন।

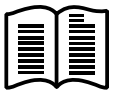

সামুদ্রিক ক্ষতি (Marine Loss)

পণ্যবাহী জাহাজ সমুদ্রপথে চলাচলের সময় প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক যে কোন প্রকার বিপদের কারণে পণ্য, নাবিক, জাহাজ বা নাবিকের ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাকে সামুদ্রিক ক্ষতি বলে। এ ক্ষতি সাধারণতঃ তিনটি পক্ষ বহন করে। যথাঃ পণ্যের মালিক, জাহাজের মালিক এবং বিমা কোম্পানি। বিমাকারীর সামুদ্রিক ক্ষতি বহন করার কতিপয় শর্ত আছে। তাহলে আসুন, এগুলো সম্পর্কে জেনে নিই। শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. বিষয়বস্তুটি বিমাকৃত হতে হবে;

২. পণ্য-জাহাজীকরণ থেকে খালাসকরণের সময়ের মধ্যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হতে হবে;

৩. বিপদ এড়ানোর মত আর কোন উপায় ছিল না মর্মে প্রমাণ থাকতে হবে; এবং

৪. চুক্তি অনুযায়ী বিমাপত্রধারী কর্তৃক চুক্তিটি যথার্থভাবে পালিত হয়ে থাকতে হবে। তবে অবশ্যই দুর্ঘটনাটির সম্ভাব্য কারণ বিমাপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে। মোট কথা, ক্ষতির কারণ বিমা চুক্তি অনুযায়ী হতে হবে।

সামুদ্রিক ক্ষতিকে প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ১. সামগ্রিক ক্ষতি ও ২. আংশিক ক্ষতি।

সামগ্রিক ক্ষতি (Total Loss) ঃ বিমার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হলে তবে তাকে সামগ্রিক ক্ষতি বলে। যেমন, কোন জাহাজ যদি পণ্যসহ সমুদ্রে ডুবে যায়, তখন তাকে সামগ্রিক ক্ষতি বলে। এটি তিন ধরনেরঃ

ক) প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি ও খ) উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো ঃ

ক) প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতিঃ বিমাকৃত বিষয়বস্তুটি যদি এমন হয় যে তা উদ্ধারও করা যায় না বা চিহ্নিতও করা যায় না, তবে তাকে প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি বলা হবে। ধরুন, একটি বিমাকৃত জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেল। এটি প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

খ) উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি ঃ বিমার বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলেও যদি তা উদ্ধার করা যায় কিন্তু উদ্ধারের খরচ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্যের সমান বা বেশি হয়ে থাকে, তবে তাকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলা হয়। ধরুন, একটি জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেছে। জাহাজটি উদ্ধার করা সম্ভব। তবে এতে যে খরচ হবে তা জাহাজের মূল্যের সমান বা বেশি হবে। একে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলা হবে।

জানা হলো সামগ্রিক ক্ষতির বিষয়। এবার আসুন, আমরা আংশিক ক্ষতির বিষয় সম্পর্কে জেনে নিই।

২. **আংশিক ক্ষতি (Partial Loss) ঃ** নৌবিমার ক্ষেত্রে বিমাকৃত বিষয়বস্তুটি যদি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তবে তাকে আংশিক ক্ষতি বলা হয়। আংশিক ক্ষতি দু'ধরনেরঃ (ক) বিশেষ আংশিক ক্ষতি ও (খ) সাধারণ আংশিক ক্ষতি।

গ) বিশেষ আংশিক ক্ষতিঃ নৌবিমা চুক্তি আইন অনুযায়ী বিশেষ আংশিক ক্ষতি হলো বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতি যা সামুদ্রিক বিপদের কারণে ঘটেছে এবং যা সাধারণ আংশিক ক্ষতি নয়। বিমা লেখক Arnold-এর মতে, বিমাকৃত বিপদ দ্বারা বিষয়বস্তুর (যেমন, জাহাজ বা জাহাজের পণ্য সামগ্রীর) কোন অংশের আকস্মিক বা দুর্ঘটনাবশতঃ ক্ষতি সাধন হলে তাকে বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলে।"

বিশেষ আংশিক ক্ষতির জন্য কতিপয় শর্ত পূরণ হতে হবে। সেগুলো হলো :

১. ক্ষতির মূল কারণটি সামুদ্রিক বিপদ হতে হবে। অন্য কোন কারণে ক্ষতি হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. বিপদ বা ক্ষতির কারণটি অবশ্যই আকস্মিক বা দুর্ঘটনাজনিত হতে হবে।

৩. এ ক্ষতির কারণটি অবশ্যই বিমাকৃত হতে হবে।

ঘ) সাধারণ আংশিক ক্ষতি ঃ জাহাজ বিপদগ্রস্ত অবস্থায় পণ্য, মাসুল ও জাহাজ মালিক ইত্যাদি পক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুসারে যে ক্ষতি সংঘটিত হয়, তাকে সাধারণ আংশিক ক্ষতি বলে।

এটি অস্বাভাবিক প্রকৃতির হবে। সমুদ্রে জাহাজ চলাকালীন সাধারণভাবে সংঘটিত কোন ক্ষতির আওতায় পড়বে না। ক্ষতি সামুদ্রিক বিপদ থেকেই হবে, তবে যা সাধারণ বিপদ থেকে অনেক ভয়াবহ। সমগ্র যাত্রাটি হতে হবে বিপদাপন্ন এবং প্রকৃতপক্ষেই ঘটতে হবে। ক্ষতি কোন আকস্মিক দুর্যোগের কারণে হলে হবে না। এ ধরনের ক্ষতি অবশ্যই যৌক্তিক কারণে হতে হবে। ক্ষতি সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে হতে হবে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা পক্ষের জন্য হলে হবে না। এ ক্ষতি কোন ব্যক্তি বিশেষের কারণে হবে না।

সামগ্রিক ক্ষতি ও আংশিক ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য ঃ সামগ্রিক ক্ষতি ও আংশিক ক্ষতির মধ্যে নিচের পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়ঃ

১. সামগ্রিক ক্ষতি বলতে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হওয়াকে বুঝায়। পক্ষান্তরে, আংশিক ক্ষতি বলতে বিমাকৃত বস্তুর অংশ বিশেষের ক্ষতিকে বুঝায়।

২. সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ স্বভাবতই বেশি হয়ে থাকে। অপর দিকে, আংশিক ক্ষতির পরিমাণ কম ও অনুরূপভাবে দাবীর পরিমাণও কম।

৩. সামগ্রিক ক্ষতি নিরূপণ অপেক্ষাকৃত কঠিন ও ব্যয়বহুল। কিন্তু আংশিক ক্ষতি নিরূপণ সহজ ও কম ব্যয়বহুল।

৪. সামগ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে বিমাকারীর উপর অপেক্ষাকৃত বেশি চাপ পড়ে। পক্ষান্তরে, আংশিক ক্ষতির ক্ষেত্রে বিমাকারীর উপর কম আর্থিক চাপ পড়ে।

৫. সামগ্রিক ও আংশিক ক্ষতির ক্ষেত্রে দাবী আদায়ে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন, সামগ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে বিক্রয় বিল পেশ করতে হয় না, কিন্তু আংশিক দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় বিল পেশ করা জরুরি।

নৌবিমার দাবী আদায় পদ্ধতি

নৌবিমা ক্ষতিপূরণের বিমা। শুধু বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমাগ্রহীতা ক্ষতিপূরণ পাবে। তবে দাবী আদায়ের জন্য সাধারণভাবে যে সকল আনুষ্ঠানিকতা ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা নিচে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. **বিমা সংক্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপনঃ** বিমা দাবী আদায়ের জন্য প্রথমেই বিমাগ্রহীতাকে বিমা দাবীর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন করতে হবে। কারণ বিমার দাবীর পরিমাণ নিরূপণের জন্য বিষয়বস্তুর মূল্য, প্রকৃতি, শর্তাবলি, বিমাযোগ্য স্বার্থ ইত্যাদি বিষয় বিমাকারী আমলে আনবে। সে জন্যই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাজির করতে হয়।

২. **দাবীর বিজ্ঞপ্তিঃ** বিমা দাবী করার জন্য বিমাগ্রহীতা বিমাকারীকে ক্ষতির ব্যাপারে তথ্য দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবে। যাতে করে বিমাকারী বিমা দাবী নিরূপণ করতে পারে। এর সাথে বিমাকারীকে ক্ষতিগ্রস্ত জিনিস বুঝে নিতে হয়। অন্যথায় কোন ক্ষতি হলে বিমাগ্রহীতা দায়ী থাকে না।

৩. **বিমা দাবীর জন্য প্রয়োজনীয় দলিল পত্রাদিঃ** বিমা দাবী আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র বিমাকারীর দপ্তরে জমা দিতে হয়। চালানী রশিদে জাহাজে বিমাকৃত পণ্যের বিবরণী লেখা থাকে, তাই বিমা দাবীর সময় মালের প্রমাণস্বরূপ তা জমা দিতে হয়।

৪. **চালানঃ** জাহাজের পণ্য বিক্রয় তথা রপ্তানির শর্তাবলি ও নিয়মাবলি এতে উল্লেখ থাকে এবং পণ্যদ্রব্যের পুরো হিসাব ও মূল্য নিরূপণের তথ্যাদিও এ দলিলে পাওয়া যায় বলে একে চালান বলে। বিমারকারীর জন্য এটাও প্রয়োজনীয় বলে ধরা হয়।

৫. **প্রতিবাদ পত্রঃ** জাহাজ ডুবে গেলে বা দূর্ঘটনার জন্য সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ দাবী করার সময় কাপ্তান কর্তৃক প্রদত্ত একটি প্রতিবাদ পত্র জমা দিতে হয়। কারণ জাহাজ ও পণ্যের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং কোন ধরনের অবহেলার জন্য এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি বলে উক্ত প্রতিবাদ পত্রে উল্লেখ থাকবে।

৬. **বিক্রয় বিলঃ** এ দলিলে বিক্রয় সংক্রান্ত একটি হিসেবের উল্লেখ থাকে। এর মাধ্যমে মোট পণ্য মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকলে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। তাই এ দলিলও গুরুত্বপূর্ণ।

৭. **স্থলাভিষিক্ত পত্রঃ** বিমাকারী বিমাগ্রহীতার সম্পূর্ণ বিমাকৃত মূল্য পরিশোধ করার পর যদি উদ্ধারযোগ্য বা উদ্ধারকৃত ৩য় পক্ষের নিকট থেকে কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়, সেক্ষেত্রে এটি খুব সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নৌবিমার দাবি আদায় পদ্ধতি খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

পণ্যবাহী জাহাজ সমুদ্রপথে চলাচলের সময় যদি প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক যেকোন প্রকার বিপদের সম্মুখীন হয়ে পণ্য, জাহাজ বা মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়, তখন তাকে সামুদ্রিক ক্ষতি বলা হয়। এ ক্ষতি সাধারণতঃ তিনটি পক্ষ বহন করে। যথাঃ পণ্যের মালিক, জাহাজের মালিক এবং বিমা কোম্পানি। বিমার বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা উদ্ধার করা যায় কিন্তু উদ্ধারের খরচ বিমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্যের সমান বা বেশি হয়ে থাকে, তবে তাকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলা হয়। নৌবিমা চুক্তি আইন অনুযায়ী বিশেষ আংশিক ক্ষতি হলো বিমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতি যা সামুদ্রিক বিপদের কারণে ঘটেছে এবং যা সাধারণ আংশিক ক্ষতি নয়। নৌবিমা ক্ষতিপূরণের বিমা। শুধু বিমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমা গ্রহীতা ক্ষতিপূরণ পাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হলে তাকে কি বলে?
   ক. বিষয়বস্তু ক্ষতি — খ. প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি
   গ. আংশিক ক্ষতি — ঘ. সম্পূর্ণ ক্ষতি

২. বিমাকৃত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ না হলেও আইন ও বাস্তব দৃষ্টিতে তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত ধরা হলে তাকে কি বলে?
   ক. উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি — খ. সামগ্রিক ক্ষতি
   গ. বাস্তব ক্ষতি — ঘ. আইন অনুযায়ী সামগ্রিক ক্ষতি

৩. সামুদ্রিক বিপদের কারণে বিমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ক্ষতি না হলে তাকে কি বলে?
   ক. আংশিক ক্ষতি — খ. সম্পূর্ণ ক্ষতি নয়
   গ. সম্পূর্ণ আংশিক ক্ষতি — ঘ. আংশিক ক্ষতি

৪. জাহাজের মাল অন্য জাহাজে তুলে দেয়ার খরচ বা ক্ষতিগ্রস্থ জাহাজ নিরাপদ গন্তব্যস্থানে টেনে নেওয়ার খরচকে বলা হয়?
   ক. গচ্চা — খ. উদ্ধার সংক্রান্ত খরচ
   গ. নিরাপদ খরচ — ঘ. বিশেষ খরচ

৫. স্থলাভিষিক্ততার নীতি কোন্ ধরনের সামুদ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
   ক. প্রকৃত সামুদ্রিক ক্ষতি — খ. আংশিক সামুদ্রিক ক্ষতি
   গ. বিশ্লেষণ সামুদ্রিক ক্ষতি — ঘ. উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি

৬. নৌ-বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জাহাজ থেকে পণ্য সমুদ্রে নিক্ষেপনকে কি বলে?
   ক. পণ্য নিক্ষেপন খ. নৌ-বিপদ রক্ষা
   গ. সমুদ্রে নিক্ষেপ ঘ. জাহাজ ও পণ্য রক্ষা
৭. নৌবিমার বিষয়বস্তু ক্ষতি হলে কে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে থাকে?
   ক. কাপ্তান খ. বিমাকারী
   গ. বিমা গ্রহীতা ঘ. বিমা কোম্পানি
৮. বহনপত্র বা চালানি রশিদ জাহাজ কর্তৃপক্ষ থেকে কে প্রাপ্ত হয়?
   ক. আমদানিকারক খ. রপ্তানিকারক
   গ. জাহাজ নাবিক ঘ. পণ্য ক্রেতা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

উত্তর সংক্ষেপ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. হাসান সাহেব তার জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে বিভিন্ন পণ্য পরিবহনের জন্য ভাড়া দিয়ে থাকেন। গত মাসের ঝড়ে সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি জাহাজটি ডুবে যায়। এস. এম কোম্পানি জাহাজটি ভাড়া করে দেশে বাণিজ্যিক মালামাল নিয়ে আসছিল। জাহাজ ডুবিতে কোম্পানিটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তারা জাহাজ ভাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানায়। হাসান সাহেব উপলব্ধি করেন, একটি বিমা করা থাকলে এক্ষেত্রে তিনি ভয়াবহ এ ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতেন।
   ক. বর্তমান বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশিরভাগ পণ্য পরিবহনই কোন্ পথে সম্পন্ন হয়?
   খ. নৌবিমার মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস সম্ভব- ব্যাখ্যা দিন।
   গ. উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে হাসান সাহেবের জন্য কোন্ ধরনের বিমা গ্রহণ উপযুক্ত হবে? বর্ণনা দিন।
   ঘ. হাসান সাহেবের জন্য উক্ত বিমাপত্র গ্রহণ কী লাভজনক হবে বলে আপনি মনে করেন? মতামত দিন।

২. রফিক সাহেব ৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য ইন্ডিয়ায় চালান করার জন্য এম ভি আরমান নামের একটি জাহাজ ভাড়া করলেন। কিন্তু আবহাওয়া দপ্তরের খবরে দেখলেন, সমুদ্রের পরিস্থিতি পুরোপুরি নিরাপদ নয়। এমতাবস্থায় তিনি অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন। তখন তার বন্ধু তাকে নৌবিমা করার পরামর্শ দিলেন। বন্ধু তানজীল সাহেব বিভিন্ন ধরনের নৌবিমার তাৎপর্য সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললে রফিক সাহেব তৎক্ষণাৎ মনস্থির করলেন তিনি দ্রুতই প্রয়োজনীয় বিমা করাবেন।
   ক. Marine Liability Insurance' অর্থ কী?
   খ. কীভাবে নৌ-বিপদ সৃষ্টি হতে পারে?
   গ. উদ্দীপকে রফিক সাহেব কোন্ ধরনের অনিশ্চয়তায় ভুগছেন? ব্যাখ্যা করুন।
   ঘ. উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে রফিক সাহেবের কোন্ ধরনের বিমা গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হবে? বিশ্লেষণ করুন।

৩. মাসুদ সিঙ্গাপুরে পণ্য রপ্তানির সময় একটি বিমাপত্র গ্রহণ করলেন যা একটি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সিঙ্গাপুর বন্দরের রুটে কার্যকর। নির্দিষ্ট সময়ের শেষ দিনটিতে জাহাজটি সিঙ্গাপুর বন্দরে পৌঁছলে মাসুদ নিশ্চিত হলেন। কিন্তু মালামালগুলো ভারী হওয়ায় তা খালাস করতে ৫ দিন অতিরিক্ত সময় লাগলো এবং চতুর্থ দিনে বড় একটি কার্টুন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। বিমা কোম্পানির সাথে ক্ষতিপূরণের জন্য যোগাযোগ করলে তারা ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানালো।

ক. Implied condition কী?
খ. অমূল্যায়িত বিমাপত্র বলতে কী বোঝেন?
গ. উদ্দীপকে মাসুদ কোন্ ধরনের বিমাপত্র করেছেন? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিমা কোম্পানির অপারগতার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

৪. 'রুমান গার্মেন্টস' প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানি-রপ্তানি করে থাকে। এক্ষেত্রে বারবার নতুন করে বিমাপত্র করানো তাদের জন্য সময়সাপেক্ষ এবং অসুবিধাজনক। এজন্য কোম্পানিটি অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করে সবচেয়ে উপযুক্ত বিমা গ্রহণ করলো, যাতে এক বছরের চুক্তিতে পণ্যসামগ্রীর বিমা করানো থাকবে।
ক. পণ্য নিক্ষেপণ বলতে কী বোঝায়?
খ.পণ্য নিক্ষেপণ কেন প্রয়োজন হয়?
গ. উদ্দীপকে রুমান গার্মেন্টস কোন্ ধরনের বিমা গ্রহণ করেছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত বিমাকে পলিসিতে পরিণত করতে কীরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ কর হবে বলে আপনি মনে করেন?

৫. কায়সার আইল্যান্ড থেকে বিমাকৃত কিছু পণ্য দুটি জাহাজযোগে আমদানি করছিলেন। মাঝপথে একটি জাহাজের কর্মীরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত করে ৫০ ভাগ পণ্যের ক্ষতিসাধন করে। দেশে ফিরে আসলে তিনি বিমা কোম্পানির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।
ক. পণ্যবিমা কোন্ বিমার আওতায় পড়ে?
খ. 'নামিক বিমাপত্র' ভাসমান বিমাপত্রের বিপরীত। ব্যাখ্যা দিন।
গ. উদ্দীপকে কায়সার কোন্ ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন? ব্যাখ্যা দিন।
ঘ. কায়সার কী বিমা দাবি আদায় করতে পারবেন? মতামত দিন।

৬. তারিক আহমেদ দুটি জাহাজযোগে ইন্ডিয়ান আম রপ্তানি করছিলেন। বন্দরে পৌঁছানোর একসপ্তাহ আগে জাহাজ দুটি সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে। একটি জাহাজ সম্পূর্ণরূপে ডুবে গেলেও অন্য জাহাজটির কর্মীরা ভয় পেয়ে ২০টি আমের কার্টুন পানিতে ফেলে দেয়।
ক. মুদ্রা বিমাপত্র বলতে কী বোঝায়?
খ. মুদ্রা বিমাপত্র গ্রহণের কারণ লিখুন।
গ. উদ্দীপকে তারিক আহমেদের প্রথম জাহাজটি কোন্ ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. দ্বিতীয় জাহাজটির জন্য তারিক আহমেদের কীরূপ বিমা করা উপযুক্ত হবে? মতামত দিন।

৭. সালমান প্রোডাক্টস বিপুল পরিমাণ অর্থের একটি বিমাপত্র গ্রহণ করলো। অর্থের পরিমাণ ব্যাপক হওয়ায় চারটি বিমাকারী প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে বিমাপত্রটি ইস্যু করে। উক্ত মালামালের কোনো ক্ষতি হলে চারটি প্রতিষ্ঠানকেই এর দায়ভার বহন করতে হবে।
ক. সামুদ্রিক ক্ষতি কী?
খ. ত্যাগ স্বীকার বলতে কী বোঝেন?
গ. উদ্দীপকে সালমান প্রোডাক্টস কোন্ ধরনের বিমাপত্র গ্রহণ করেছে? বর্ণনা করুন।
ঘ. এক্ষেত্রে সালমান প্রোডাক্টসের উক্ত বিমাপত্র গ্রহণের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করুন।

৮. তন্ময় সাহেব পণ্য রপ্তানির সময় 'প্রত্যাশা' বিমা কোম্পানি থেকে একটি বিমা করলেন, যাতে জাহাজটি যাত্রার সঠিক সময়, চলাচলের নির্ধারিত সীমা এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা উল্লিখিত ছিল। ভবিষ্যতের সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ক. নৌবিমা চুক্তি কত প্রকার?

খ. যাত্রা বিমা সাধারণত পণ্যের ক্ষেত্রে করা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকের বিমাপত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে কী বলা হয়? বর্ণনা করুন।

ঘ. বিমা গ্রহণের সময় বিমাপত্রে তন্ময় সাহেবের এরূপ চুক্তিবদ্ধতার সার্থকতা নিরূপণ করুন।

৯. পণ্য রপ্তানির জন্য নাহার গার্মেন্টস একটি বিমা করানোর পর জাহাজের অপর্যাপ্ত সরঞ্জাম এবং একজন সম্পূর্ণ নতুন ও অনভিজ্ঞ কাপ্তান নিয়োগ করার কারণে চুক্তিটি বাতিল হয়ে গেল। অথচ বিমাপত্রে এ বিষয়গুলো লিখিতভাবে উল্লেখ ছিল না।

ক. সমন্বিত আনুপাতিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্রটি কী?

খ. উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতিতে কেন পণ্য উদ্ধার করা হয় না?

গ. উদ্দীপকের উল্লেখ্য সমস্যাগুলো কোন্ ধরনের শর্তাবলির আওতাভুক্ত? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উপরিউক্ত শর্তাবলি পালন করার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১ :	১.খ	২.ক	৩.খ	৪.ক	৫.খ	৬.ক	৭.গ	৮.গ	৯.গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২ :	১. খ	২.খ	৩.ক	৪.খ	৫.ক	৬.খ	৭.ক	৮.খ	৯.গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩ :	১.খ	২.খ	৩.ক	৪.গ	৫.ক	৬.ক	৭.গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪ :	১. খ	২.ক	৩.ক	৪.ক	৫.খ	৬.ক	৭.গ	৮.খ	